সমকাল

তারিখ 24 DEC 2017
পৃ 2 কলাম

অনুমোদনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নীতিমালায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সরকারি অনুমোদন নেওয়ার পরই কেবল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে। বর্তমান নীতিমালায় আগে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তারপর প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানের নামে নিজস্ব জমি থাকার শর্ত পূরণ করে অনুমোদনের আবেদন করতে হয়।

নিয়ম না মেনে যেখানে-সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ও কোনো অনুমোদন ছাড়াই বছরের পর বছর শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া রোধে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে। এ জন্য সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ-সংক্রান্ত এক সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদকে আহ্বায়ক করে আট সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল। এ প্রতিবেদন এখনও জমা হয়নি। কমিটি কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের এ সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সভাপতিত্ব করেন।

সংশোধন হচ্ছে নীতিমালা

সভায় অনুমোদন নীতিমালায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করার পর ১৩টি শর্ত পূরণের নামে আবেদন ভবিষ্যতে আর জমা নেওয়া হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার আগেই এর অনুমোদন নিতে হবে।

বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) সালমা জাহান সমকালকে জানান, এ কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নীতিমালা পরিবর্তন করা হবে। 'দীর্ঘদিন ধরে চলছে, অথচ এখনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি'– এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্ম সচিব বলেন, এসব বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ভালো মানের প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমোদন দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। নামসর্বস্ব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে বলে জানান তিনি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নীতিমালা-১৯৯৭ অনুযায়ী নতুন স্কুল, মাধ্যমিক জুনিয়র স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ অনুমোদন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। জনসংখ্যা, প্রাপ্যতাসহ ১৩টি শর্ত পূরণের মাধ্যমে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়া হয়। যেমন– প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নামে জমি ক্রয় ও নামজারি, ভবন তৈরি, ছাত্রছাত্রীদের আলাদা টয়লেটসহ লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরিসহ পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক কর্মরত থাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরও বর্তমানে এসব শর্ত পূরণের সুযোগ থাকায় অনেকে তা স্থাপন করে সব শর্ত পূরণ না করে ও অনুমোদন ছাড়াই বছরের পর বছর কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী মতাদর্শের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হচ্ছে। তা ছাড়া মানহীন, অনুমোদনহীন ও সমন্বয়হীন স্কুল-কলেজে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। এ প্রবণতা ঠেকাতে 'আগে অনুমোদন, পরে স্থাপন' নীতি কার্যকর করতে চাইছে মন্ত্রণালয়।

প্রতিষ্ঠান অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রেও নানা অনিয়মের প্রমাণ রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। এসব বিষয় দুদক পর্যন্ত গড়ায়। ২০১৫ সালে একটি আদেশ জারির মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনে শিক্ষা বোর্ডের ক্ষমতা কেড়ে নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নির্দেশে বলা হয়, এখন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে নতুন স্কুল-কলেজ স্থাপন, পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

পাঠদানসহ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুমোদন পাওয়ার আবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের বেসরকারি মাধ্যমিক শাখার যুগ্ম সচিব সালমা জাহান বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদনে নানা জটিলতা রয়েছে। এ কারণে দেশের সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও তাদের অনুমোদন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তিনি বলেন, এসব বিষয় আমলে নিয়েই এ নীতিমালা পরিবর্তন করা হচ্ছে।